ইউআইটিএস শিক্ষার্থীদের ছবি-তথ্য ফাঁস, প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) একাডেমিক পোর্টাল ও প্রাতিষ্ঠানিক ইমেইল হ্যাক করে অর্ধশতাধিক বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে রয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) নম্বর, জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর এবং সংবেদনশীল ছবি।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত ৩১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউক্যাম' পোর্টালের নোটিশ বোর্ডে অন্তত ১২ জন নারী শিক্ষার্থীর সংবেদনশীল ছবি প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি অনেকের ব্যক্তিগত তথ্যও ফাঁস হয়। পোর্টাল থেকে নেওয়া আরও অন্তত ৪০ জনের ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০২২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য চুরির ঘটনা ঘটলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। ফাঁস হওয়া ছবি ও তথ্য ব্যবহার করে ভুয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট খুলে শিক্ষার্থী ও সাবেক শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ইনবক্সে ছবি পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেইলও করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

ঘটনার পর তদন্তের নামে ডিজিটাল প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও উঠেছে। শিক্ষার্থীদের দাবি, রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলে ইউক্যাম পোর্টাল সাময়িক বন্ধ করে সার্ভারের ক্যাশ ফাইল মুছে ফেলা হয়েছে। এতে তথ্য ফাঁসের ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল আলামত হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর আগে পোর্টালে পরীক্ষার ফলাফল অননুমোদিতভাবে পরিবর্তনের অভিযোগও উঠেছিল।

গত ৪ নভেম্বর উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কাছে আট দফা দাবি জানিয়ে লিখিত আবেদন করেন ভুক্তভোগীরা। এতে তথ্য ফাঁসের উৎস শনাক্ত, নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন এবং অনলাইন থেকে ছড়িয়ে পড়া ছবি অপসারণের দাবি জানানো হয়। আবেদনের সঙ্গে স্ক্রিনশটসহ সুনির্দিষ্ট প্রমাণও জমা দেওয়া হয়।

তবে ঘটনার ১২ দিন পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। তাঁদের দাবি, বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা হচ্ছে। এদিকে ফাঁস হওয়া ছবি ও তথ্যের কারণে সামাজিক হয়রানি এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা।